ইত্তেফাক

তারিখ 13 SEP 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

# ঢাবির হল ক্যান্টিনের খাবারে অসুস্থ হয়ে পড়ছে শিক্ষার্থীরা

॥ সাইদুর রহমান ॥

রমজান মাসেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ক্যান্টিনগুলোতে খাবারের মানের কোন উন্নতি হয়নি। বরং দাম বাড়ার অজুহাতে পরিবেশন করা হচ্ছে নিম্নমানের খাবার। গরুর মাংসের কথা বলে দেয়া হচ্ছে মহিষের মাংস, দুর্গন্ধ ভাত আর পচা তরিতরকারি। এই খাবার খেয়ে হরহামেশাই শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তারপরও কর্তৃপক্ষের নজর নেই। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, একদিকে খাবারের দাম বেশি, অপরদিকে মান খারাপ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোন তদারকি নেই। ক্যান্টিন ম্যানেজাররা ইচ্ছামত ক্যান্টিন পরিচালনা করছে। তবে ক্যান্টিন ম্যানেজারদের পাল্টা অভিযোগ, (২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

## ঢাবি'র হল ক্যান্টিনে

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রতিটি হলে ছাত্রলীগের নাম ভাঙ্গিয়ে ৪০ থেকে ৫০ জন ছাত্র নিয়মিত ফাও খাচ্ছেন। এজন্য তাদের খাবার পরিবেশন করা সম্ভব হচ্ছে না।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি ছাত্র হলের প্রায় সবগুলো ক্যান্টিনেই পরিবেশন করা হচ্ছে নিম্নমানের খাবার। এছাড়াও বাজারে বেশকিছু দ্রব্যের দাম কমলেও ক্যান্টিনগুলোতে এর কোন প্রভাব পড়েনি। হলের ক্যান্টিন ঘুরে দেখা গেছে, ছয় মাস আগেও খাবারের দাম ছিল ১৪ টাকা থেকে ২০ টাকা। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ২৫ থেকে ৩০ টাকা। ডিম ও ভাতের দাম ১৪ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১৮ টাকা, মাছ ও ভাতের দাম ১৮ টাকা থেকে বেড়ে ২৪ টাকা, মুরগীর মাংস ও ভাতের দাম ২০ টাকা থেকে বেড়ে ২৬ টাকা, খাসির কলিজা ১৬ টাকা থেকে বেড়ে ২২ টাকা এবং গরুর মাংস ২২ টাকা থেকে বেড়ে ৩০ টাকা হয়েছে। কিছু হলের ক্যান্টিনে মুরগী ও গরুর মাংসের দাম রাখা হয় আরো বেশি। সবজির দাম নেয়া হয় ৩ টাকা করে। তবে দাম বাড়লেও খাবারের গুণগত মান বাড়েনি। এছাড়াও মহিষের মাংসকে গরুর মাংস বলে চালিয়ে দেয়া এবং ভাতের দুর্গন্ধ এখনও নিয়মিত ঘটনা। শিক্ষার্থীরা বার বার হল প্রশাসনগুলোর কাছে অভিযোগ করেও কোন প্রতিকার পায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সূত্র জানায়, আমাশয়, মাথাব্যথা, গ্যাস্ট্রিকসহ বিভিন্ন রোগীর সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। অস্বাস্থ্যকর খাবারের কারণে শিক্ষার্থীদের শরীরে এসব রোগের সৃষ্টি করছে।

ক্যান্টিন ম্যানেজারদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যান্টিনগুলোতে ফাও খাওয়ার হিড়িক পড়েছে। ছাত্রনেতাদের জন্য ক্যান্টিনে বিশেষ খাবারের টেবিলও রয়েছে। বিশেষ করে এফ রহমান হল, জসীমউদ্দীন হল, সূর্যসেন হল, এস এম হল, জগন্নাথ হল ও মুহসীন হলে নিয়মিত ফাও খাওয়ার প্রতিযোগিতা চলছে। এক্ষেত্রে ম্যানেজারদেরও কিছু করার থাকে না। ম্যানেজার মাঝে মধ্যে হল কর্তৃপক্ষকে ফাও খাওয়া ছাত্রদের তালিকা দেয়; কিন্তু পরে তা ফাঁস হয়ে গেলে ওইসব ছাত্রদের হাতে মার খেতে হয় তাদের। এজন্য তারা এখন আর হল কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবহিত করে না।

ক্যান্টিনে অনুন্নত খাবার পরিবেশনের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ক্যান্টিনে নিম্নমানের খাবার পরিবেশন এবং ফাও খাওয়ার ব্যাপারে প্রোভোস্ট কমিটির সভায় আলোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে। উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের বিষয়ে প্রভোস্টদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।